ওরা কাজ করে (আরোগ্য, ১০) : প্রান্তজনের জয়গান

সমীরণ সরকার

ভূমিকা/প্রাক্‌কথন : 'রোগশয্যায়' (পৌষ ১৩৪৭) ও 'আরোগ্য' (ফাল্গুন ১৩৪৭) ভাবগত আত্মদর্শন ও চিন্তাচেতনার অবিচ্ছিন্নতায় পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক সৃষ্টি। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়—

> "আসলে 'আরোগ্য'কে রোগশয্যায়' কাব্যগ্রন্থ থেকে পৃথক কল্পনা করার প্রয়োজনই বা কী আছে — কবি নিজেই তো নামকরণে ওই দুই গ্রন্থের পরিপূরকতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। রোগভোগ ও রোগমুক্তি এই দুই-ই তো একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।"

দুই কাব্যেই ব্যাধির যন্ত্রণা, আসন্ন মৃত্যুর উৎপাত, মৃত্যুদূতের বিক্ষোভ, রোগবিকারের অস্থির দৃষ্টিভ্রম, জীবনযৌবনের নানা সঞ্চয় ও ব্যয়ের অস্থিরতা, মৃত্যুর সত্যরূপ, মানবাত্মার অবিনশ্বরত্বে অবিচল আস্থা, ধরণির অপার সৌন্দর্যকে বিশুদ্ধ স্নাত দৃষ্টিতে দর্শন প্রভৃতি শিল্পরূপ তথা কাব্যিক অবয়ব লাভ করেছে।

দীর্ঘকাল রোগভোগের পর আরোগ্যলাভের আনন্দ, রোগগ্রস্ত অবস্থার পূর্বস্মৃতির রোমন্থন, নিরাসক্ত ও প্রসন্ন দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে নতুনভাবে দেখেছেন কবি তাঁর 'আরোগ্য' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। একদিকে রোগ মুক্ত কবির আরোগ্যলাভের আনন্দে আনন্দিত ও প্রসন্নদৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনদর্শন, মর্ত্যপ্রীতির অসীম ভালোবাসায় অভিষিক্ত; অন্যদিকে এত কিছুর পরেও কবি উপলব্ধি করেছেন যে তাঁর মর্ত্য পালা সাঙ্গ হওয়ার পথে। রবীন্দ্রনাথ জীবন পরিণতির শেষ পর্যায়ে মনে উপলব্ধি করেছেন তাঁর মহাপ্রয়াণকাল অতি সন্নিকটবর্তী এবং তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন পরপারে উত্তীর্ণ হবার জন্যে। মূলত 'আরোগ্য' কাব্যে এই দুটি ধারারই পরিচয় নিহিত আছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র গবেষক শুদ্ধসত্ত্ব বসু তাঁর 'রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলি পর্যায়' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—

> "প্রকৃতির সৌন্দর্য পৃথিবীর রূপ রস রঙকে নতুন করে আস্বাদন করে, মানুষের প্রেম-প্রীতি, স্নেহ ভালোবাসাকে আর একবার উপলব্ধি করা, মানবাত্মা এবং সত্যের স্বরূপ সন্ধান, আর কৃতজ্ঞ চিত্তে এই মর্ত্যলোক থেকে চলে যাবার জন্য মানসিক প্রস্তুতি। আরোগ্য কাব্যে এই কয়েকটি ভাবেরই প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।"

ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা' গ্রন্থে আরোগ্য কাব্যে আলোচনায় উল্লেখ করেছেন যে, আরোগ্য কাব্যের কবিতাগুলিতে জীবন ও জগতের সহজ রূপ [illegible] কবির দৃষ্টিতে দৃশ্যমান হয়ে প্রথম অনুভবে বিস্ময়মণ্ডিত হয়ে অপরূপ নবীন সৌন্দ[illegible] [illegible] সৌন্দর্যের এই অভিনব আবিষ্কার, কৌতূহলের [illegible] [illegible] উঠেছে। অনুভূতির এই বিস্ময়, [illegible] এই হর্ষোদ্বেলতায় শিহরণ রেখে গিয়েছে। [illegible] কবিতাগুলির মধ্যে [illegible]

এই সংকলন গ্রন্থের কোনো প্রবন্ধই সম্পাদকদ্বয় এবং সংশ্লিষ্ট লেখকের অনুমতি ব্যতীত কোনো অংশে বা সম্পূর্ণ অংশে প্রকাশিত করে কোথাও প্রকাশ করা যাবে না। প্রতিটি প্রবন্ধেই লেখকের নিজস্ব বানানবিধি এবং মতামতকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্পাদকদ্বয় এই মতামত বা বক্তব্যের বিষয়ে দায়বদ্ধ নয়।

RABINDRA KABITA : PATHON-PATHAN

Edited by : Bikash Roy
Mousumi Sadhukhan

প্রকাশক : মহঃ হবিবুল্লাহ,
মডেল বুক ডিপো
২৯/২এ/৩৩, কে কে সান্যাল রোড
মালদহ

স্বত্ব : সম্পাদকদ্বয় কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ২৬ শে সেপ্টেম্বর ২০১৮

প্রচ্ছদ ভাবনা : সম্পাদকদ্বয়

বর্ণবিন্যাস : বাবাই-বিতান
দূরভাষ : ৯৬৮১২০৪৮৭৮

মুদ্রক : স্বপ্না প্রিন্টার্স
৯সি, শিবনারায়ন দাস লেন, কলকাতা-৬

ISBN : 978-81-940207-0-7

কল্পনা : 'দুঃসময়'—কঠিন বাস্তবের অভিব্যক্তি ১০৭
◆ লায়লা মিত্র

কথা : মানবিকতায় উজ্জ্বল উপগুপ্ত : 'অভিসার' ১১০
◆ দেবতুষি মিশ্র চৌধুরী

প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথের 'সামান্য ক্ষতি' ১১৩
◆ সুপ্রিয় নন্দী

কাহিনী : রবীন্দ্রনাথ-এর 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' ১১৬
◆ স্বরাজ গুহাইত

ক্ষণিকা : 'এক গাঁয়ে' নিসর্গ প্রীতির উদ্ভাসন ১২৪
◆ তমসা দত্ত

খেয়া : 'শেষ খেয়া' : পরপারের প্রতীক্ষায় ১২৬
◆ সুস্মিতা সোম

বলাকা : 'বলাকা' কবিতা প্রসঙ্গে ১২৯
◆ রফিকুল হক

জাগ্রত বিবেকের আহ্বান ধ্বনি—'শঙ্খ' ১৩৬
◆ বিপ্লব বর্মন

মহুয়া : রবীন্দ্র কবিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল দুটি নারী ১৩৯
◆ লিপিকা সাহা

পরিশেষ : 'অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো' : প্রসঙ্গ 'ধর্মমোহ' ১৪৫
◆ বিকাশ রায়

পুনশ্চ : আখ্যানের কাব্য, কাব্যের আখ্যান : বিশেষ পাঠ রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' ১৫৪
◆ চিত্তরঞ্জন বর্মন

পত্রপুট : 'যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে'—বেলা অবেলার কথকতা ১৬৩
◆ সুস্মিতা সোম

শ্যামলী : 'শ্যামলী' কাব্যের 'আমি' : আমিত্বের বিনির্মাণ ১৬৬
◆ পুরুষোত্তম সিংহ

নবজাতক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নবজাতক : আবহমান কালের কাঙ্ক্ষিত যুবক চরিত্র ১৭১
◆ রেজাউল ইসলাম

'রোমান্টিক' কবিতা এবং রবীন্দ্রসত্তার স্বরূপ অন্বেষণ ১৭৪
◆ মহেন্দ্র বিশ্বাস

আরোগ্য : 'ওরা কাজ করে' আরোগ্য-১০ : প্রান্তজনের জয়গান ১৮৫
◆ সমীরণ সরকার

শেষলেখা : 'ঐ মহামানব আসে' : কালের প্রেক্ষিতে ও কবি-প্রত্যয়ের নিবিড়তায় ১৯১
◆ সুময় কুমার মাইতি

.... ২০৩